ই-অগ্রণী দর্পণ

৪র্থ বর্ষ । ৩য় সংখ্যা । জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২

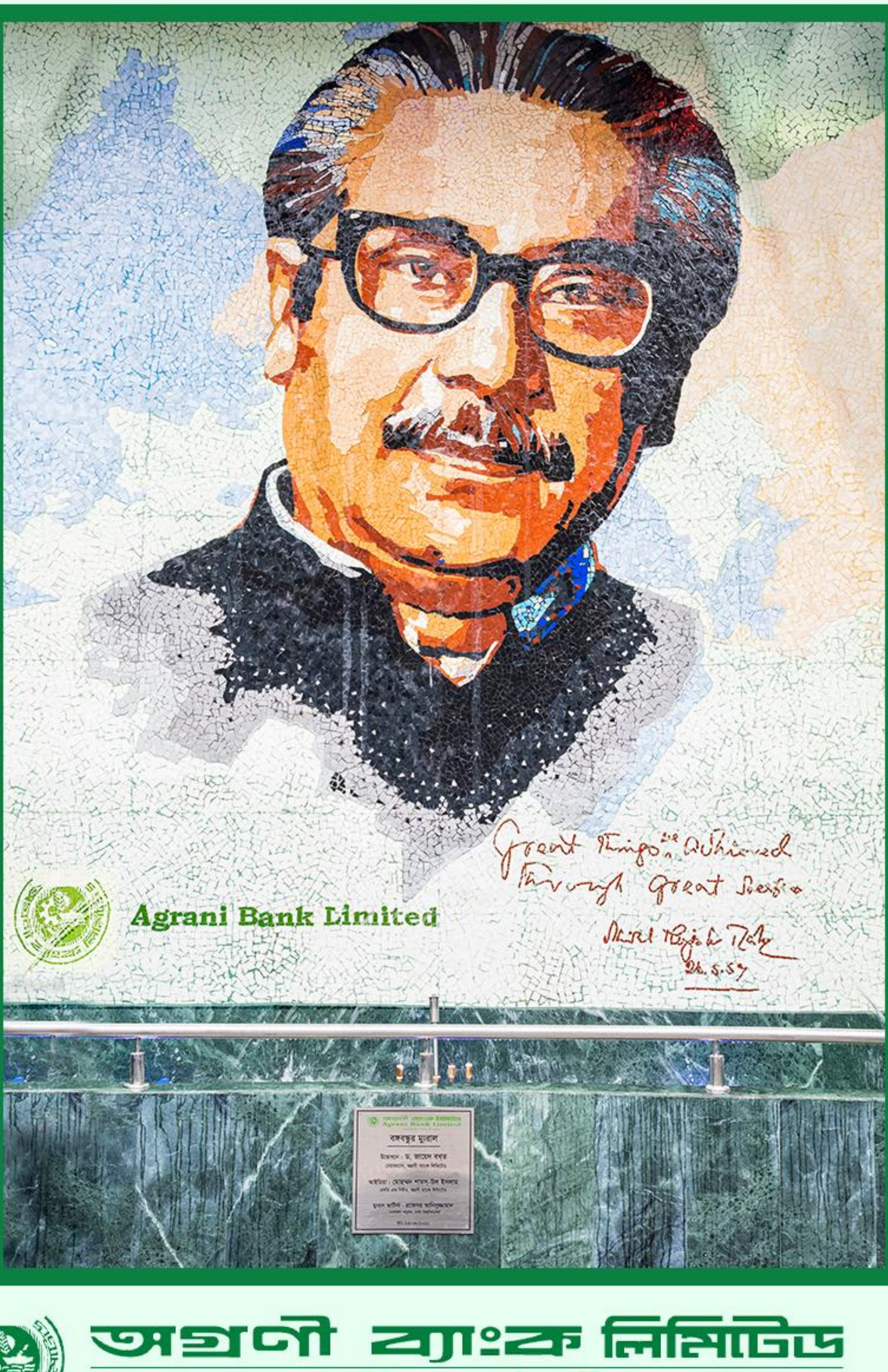

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serve the nation
www.agranibank.org

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serve the nation

পরিচালনা পর্ষদ

চেয়ারম্যান

ড. জায়েদ বখ্‌ত

পরিচালক

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খোকন, এনডিসি
মফিজ উদ্দীন আহমেদ
কাশেম হুমায়ূন
কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
খোন্দকার ফজলে রশিদ
তানজিনা ইসমাইল
মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ
মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

মো. মুরশেদুল কবীর

ই-অগ্রণী দর্পণ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

প্রধান উপদেষ্টা

মো. মুরশেদুল কবীর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও

উপদেষ্টা

মো. হাবিবুর রহমান গাজী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. আনোয়ারুল ইসলাম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. মনিরুল ইসলাম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মহাব্যবস্থাপকগণ

মো. মোজাম্মেল হোসেন ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন
মো. গোলাম কিবরিয়া মো. আখতারুল আলম
এনামুল মাওলা মো. সামছুল হক
একেএম শামীম রেজা শামীম উদ্দিন আহমেদ
মো. ফজলে খোদা মো. শামছুল আলম
বাহারে আলম একেএম ফজলুল হক
মো. আমিনুল হক মো. আবুল বাশার
মো. আশেক এলাহী মো. নূরুল হুদা
রুবানা পারভীন মোহাম্মদ ফজলুল করিম
মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম মো. শাহিনূর রহমান
শিরীন আখতার

সম্পাদকীয় পরামর্শক

সুকান্তি বিকাশ সান্যাল
চেয়ারম্যান (মহাব্যবস্থাপক/অব)
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

হোসাইন ঈমান আকন্দ
মহাব্যবস্থাপক
বিএসইউসিডি

জাকির হোসেন
উপমহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সম্পাদক

আল আমিন বিন হাসিম
সদস্য সচিব
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

সহকারী সম্পাদক

অলক চন্দ্র মজুমদার প্রীতম বড়ুয়া
মো. মাহমুদুল হক মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
জিএম রাকিবুল হাসান ইসরাত ইরিন
ফারহানা সুলতানা পারভীন আক্তার
শাহনাজ রহমান মুক্তা এসএম আল-আমিন

প্রকাশনায়: স্পেশাল স্টাডি সেল (পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
আলামিন সেন্টার (ফ্লোর ১৩), ২৫/এ দিলকুশা, ঢাকা ১০০০
ফোন ৮৮০২-৯৫১৫২৮৫ ইমেইল ssc@agranibank.org

সূচিপত্র

নবনিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও এর শুভেচ্ছা বাণী — ৫

সম্পাদকীয় — ৬

জাতীয় শোক দিবস পালন

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি — ৭

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা — ৭

শোকের মাসের শেষদিনে মিলাদ মাহফিল — ৮

বিশেষ সংবাদ

প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উদ্বোধন — ৮

বঙ্গমাতা ও শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল — ৯

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিনে অগ্রণী ব্যাংকে দোয়া মাহফিল — ১০

সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্মদিনে দোয়া মাহফিল — ১০

ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও নিয়োগ

নতুন এমডি অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের যোগদান — ১১

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে নবনিযুক্ত এমডির শ্রদ্ধাঞ্জলি — ১২

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে এমডির নতুন শ্রদ্ধাঞ্জলি — ১২

নবনিযুক্ত এমডি এবং সিইও-কে সংবর্ধনা — ১৩

অগ্রণী পরিক্রমা

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা ২০২২ শীর্ষক ১০১ দিনের কর্মপরিকল্পনা — ১৪

অগ্রণী ব্যাংক পেল টেকসই ব্যাংকের স্বীকৃতি — ১৫

সেরা করদাতার সম্মাননা পেল অগ্রণী ব্যাংক — ১৫

নবনিযুক্ত গভর্নরকে চেয়ারম্যান ও এমডির শুভেচ্ছা — ১৬

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে বিদায় সংবর্ধনা — ১৬

সিনেমা হল মালিকদের স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি — ১৭

গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ঋণ প্রদান : বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি — ১৭

বিশেষ নিবন্ধ

ব্যাংকিংসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান: মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ — ১৮

আগামীর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নযাত্রায় অগ্রণী ব্যাংকের ভূমিকা: মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী — ২০

সভা ও সম্মেলন

সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সভা — ২২

ঢাকা সার্কেল-১, ২ এবং কর্পোরেট শাখার ব্যবসা উন্নয়ন ও পর্যালোচনা সভা — ২৩

রাজশাহীতে এমডির মতবিনিময় সভা — ২৪

বগুড়ায় মিট দ্য বরোয়ার — ২৪

পদোন্নতি

নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি — ২৫

শোক সংবাদ — ২৫

ট্রেনিং ও কর্মশালা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখুন: মো. মুরশেদুল কবীর — ২৬

শাখা পর্যায়ে নেতৃত্বের মানোন্নয়নে কর্মশালা — ২৬

স্মৃতির আরকাইভস

স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে — ২৭

শুভেচ্ছা বাণী

অগ্রণী ব্যাংক এগিয়ে গেলে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের মধ্যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার ধারক যা আমাদের গর্বের বিষয়। পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যমান ব্যাংকসমূহের মধ্যে হাবিব ব্যাংকই ছিল প্রাচীনতম। ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হাবিব ব্যাংক এবং ১৯৬৩ সালে গঠিত কমার্স ব্যাংকের দায় ও সম্পদ নিয়ে ২৬ মার্চ ১৯৭২ অগ্রণী ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। অগ্রণী ব্যাংকের পূর্বসূরি কমার্স ব্যাংক ছিল একটি নিয়মানুগ প্রতিষ্ঠান আর গ্রাহক সেবার গুণেমানে হাবিব ব্যাংক ছিল সবার শীর্ষে। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সৃষ্টিলগ্ন থেকে অগ্রণী ব্যাংকও উন্নততর গ্রাহক সেবা দিয়ে সুনামের সাথে দেশবাসীর আস্থা অর্জন করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ২৩ ও ২৪ মার্চ ১৯৭২ অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে ব্যাংকসমূহ জাতীয়করণপূর্বক নতুন নামকরণ করা হয়। সভায় হাবিব ব্যাংকের অগ্রগণ্য সেবার স্বীকৃতি বিবেচনায় নিয়ে আমাদের ব্যাংকটির নামকরণ করা হয় 'অগ্রণী ব্যাংক' অর্থাৎ সবার অগ্রে যে ব্যাংক। নবগঠিত ৬টি ব্যাংক তাদের লোগো এবং আদর্শিক ট্যাগ ওয়ার্ডস নির্ধারণ করে নেয়। আমাদের অগ্রণীর শিরোধার্য শ্লোগান নির্ণীত হল– 'দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'। সর্বজনীন ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সমন্বিত উন্নতির লক্ষ্যে জাতির পিতা ব্যাংকগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণ করেছিলেন। মহান পিতার এই অনুপম অভীপ্সাকে বুকে লালন করে আমরা দেশের এবং জাতির নিরন্তর সেবা করে যাবো। অগ্রণী ব্যাংক জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সুসংহত ও গতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আগামীতেও জাতির অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং গ্রাহককূলের নিত্যনতুন চাহিদা পূরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি আকর্ষণীয় সাফল্য ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে অগ্রণী ব্যাংকের উন্নতি মানে দেশেরও উন্নতি।

আপনারা জানেন, আমি ২৮ আগস্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও হিসেবে যোগদান করেছি। ঐতিহ্যবাহী অগ্রণী ব্যাংকের সেবার সাথে আমার পরিচিতির প্রিয়তা ও মুগ্ধতা দীর্ঘদিনের। গ্রাহক সন্তুষ্টি, সততা এবং নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ ও আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের সকল মেধাবী উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রতি আমার সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং সমর্থন থাকবে।

আমি জেনেছি, অগ্রণী দর্পণের প্রথম সংখ্যাটি জুলাই ১৯৭৬ সালে ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়েছিল। এরপরে বন্ধ থাকে। পুনরায় ১৯৮০ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ঘরোয়া মুখপত্র হিসেবে বাংলায় প্রকাশিত হয়। একইসাথে ১৯৮০ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত দেশ-বিদেশের অর্থনীতির উপযোগী খবর নিয়ে ইংরেজিতে ত্রৈমাসিক Economic Newsletter মুদ্রিত হতো। দীর্ঘদিন পত্রিকা দুটি মুদ্রিত হয়নি। এরপর ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে 'ই-অগ্রণী দর্পণ' ত্রৈমাসিক ই-বুক এবং ডেইলি পোর্টাল হিসেবে আপলোড হচ্ছে। অগ্রণী ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড, সাফল্যের সংবাদ অনলাইনে প্রচারিত হলে আমাদের কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি মিলবে, সকল অগ্রণীয়ানকে অবহিত ও উদ্দীপ্ত করবে এবং গ্রাহকগণ অগ্রণীর সেবা নিতে আরও আগ্রহী হবেন। নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে জানা ও বুঝার জন্যে পত্রিকাটি একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম এবং ব্যবস্থাও বটে। অধিকন্তু, দর্পণের সংখ্যাগুলো ডিজিটালি আরকাইভিং করে রাখা হচ্ছে।

আপনারা সকলে অবগত রয়েছেন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে 'উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা ২০২২ (Accelerated Progress ২০২২)' এই শিরোনামে ১০১ দিনের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনাকে মূলমন্ত্র হিসেবে ধারণ করে আমাদের দৈনন্দিন কাজে এর সফল ও সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে হবে। পরিকল্পনাটির পূর্ণ বাস্তবায়নে আপনাদের সুপরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দিয়ে বছর শেষে আমরা অবশ্যই সাফল্যের শিখরে পৌঁছুতে পারবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

অগ্রণী ব্যাংকের স্বর্ণময় ঐতিহ্যের ভান্ডার থেকে অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে আমরা হবো দেশের সবচেয়ে টেকসই ও সমৃদ্ধ ব্যাংক। এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সকলকে প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তে দরদ দিয়ে কাজ করতে হবে; উজ্জীবিত অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ব্যাংককে এগিয়ে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে। অগ্রণী ব্যাংক এগিয়ে গেলে, এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।
আপনাদের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীণ সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(মো. মুরশেদুল কবীর)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

সম্পাদকীয়

গেল ত্রৈমাসে জাতীয় পর্যায়ে এবং অগ্রণী ব্যাংকের পরিমন্ডলে বহু বিষয় যুক্ত হয়েছে। স্বপ্নের ও গর্বের পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে চলছে গাড়ি, তলদেশে বইছে বর্ষার অতুল প্রবাহধারা। এসেছে বাঙালির শোকের মাস রক্তাক্ত আগস্ট। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতাবিরোধীরা সপরিবারে হত্যা করে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট। বিনম্র শ্রদ্ধায় অগ্রণী পরিবার জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে। ১৫ আগস্টে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌তের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এবিটিআই-তে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক দিনব্যাপী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শোকের মাসের শেষ দিনে ব্যাংকের নামাজঘরে মিলাদ মাহফিল হয়। এছাড়া বঙ্গমাতা, তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ কামাল এবং বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্মদিনগুলোতে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আনন্দের বিষয় ২৪ আগস্ট প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশমুখের দেয়ালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বিশালাকৃতির সুদৃশ্য ম্যুরাল উদ্বোধন করা হয়েছে। বিদায়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের শেষ কর্মদিবসে ম্যুরালটি উদ্বোধন করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। ম্যুরালটির ছবি দর্পণের এই সংখ্যার প্রচ্ছদে স্থান পেয়েছে।

পরিবর্তন হচ্ছে জীবনের মৌলিক ধারাপাত, সেই ধারায় আমাদের প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নেতৃত্বেও পরিবর্তন এসেছে। টানা ছয় বছর কৃতিত্বের সাথে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। তিনি অগ্রণীর প্রথম এমডি যিনি একজন অগ্রণীয়ান। তার মেয়াদকালে অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন সূচকে প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছে। অগ্রণীতে উদ্ভাবনী ব্যাংকিংয়ের যাত্রায় তিনি প্রশংসিত থাকবেন। ২৪ আগস্ট তারিখে প্রধান শাখায় পর্ষদ, নির্বাহী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সমন্বয়ে তাঁর বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও হিসেবে নতুন নিয়োগ পেয়েছেন প্রাজ্ঞ ব্যাংকার মো. মুরশেদুল কবীর। যোগদানের দিন ২৮ আগস্ট বিকেলে প্রধান শাখায় পর্ষদ, নির্বাহী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পক্ষ থেকে তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সালে বিআরসি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্ণাঢ্য ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে তিনি বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম দুটি ব্যাংকে কর্ম-সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি বহুমুখী ব্যাংকিংয়ের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। মো. মুরশেদুল কবীরের মননীয় বৈশিষ্ট্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আগামীদিনে অগ্রণী ব্যাংক আরও অগ্রবর্তী অবস্থানে পৌঁছে যাবে মর্মে আমরা আশাবাদী।

বর্তমান অস্থির বিশ্বপরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতি নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চাপের মুখে, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমদানি-রপ্তানির ব্যয় সমন্বয় করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় 'উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২' শিরোনামে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ১০১ দিনের (২০-০৯-২০২২ থেকে ২৯-১২-২০২২) কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর এই কর্মপরিকল্পনার উদ্বোধনকালে পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, প্রতিটি অগ্রণীয়ান এই কর্মসূচিতে উজ্জীবিত হবেন এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মসূচিকে সফল ও সার্থক করবেন।

অগ্রণীর অর্জনের মুকুটে যোগ হয়েছে সাফল্যের আরও দুই পালক। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের মধ্যে সবুজ অর্থায়নে শীর্ষ ব্যাংক হিসেবে ২০২০ সালের পারফরম্যান্সের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩০ জুন ২০২২ টেকসই ব্যাংক হিসেবে সনদ পেয়েছে অগ্রণী ব্যাংক। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক পেয়েছে শীর্ষ করতাদার সম্মাননা।

আমরা এই সংখ্যায় ব্যাংকের দুইজন সম্মানিত পরিচালকের দুটি নিবন্ধ পেয়েছি, যা অগ্রণী দর্পণকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের জন্য মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী এবং মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ–এই দুজনের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা।

শরতের শুভ্রতায় সবাইকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা।

জাতীয় শোক দিবস পালন

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৫ আগস্ট ২০২২ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বিনম্র শ্রদ্ধায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গকে স্মরণ করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। ১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবসের সকালে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ব্যাংকের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখতের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ কাশেম হুমায়ূন, তানজিনা ইসমাইল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপকগণ, উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে দিনব্যাপী শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগস্ট ২০২২ অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (এবিটিআই) অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনূর্ধ্ব ৭ বছরের সন্তানরা অংশগ্রহণ করে। বিকেলে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। তিনি শিশু কিশোরদের জাতির পিতার আদর্শকে অন্তরে ধারণ করে দেশ গড়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম, এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদসহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া শোক দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের সকল সার্কেলে শিশুদের জন্য বঙ্গবন্ধু শিরোনামে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

১৫ আগস্ট এবিটিআই-তে অনুষ্ঠিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিদের সঙ্গে এমডি অ্যান্ড সিইও মোহম্মদ শামস-উল ইসলাম, ডিএমডিবৃন্দ এবং অন্যান্যরা

শোকের মাসের শেষদিনে মিলাদ মাহফিল

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে ৩১ আগস্ট মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অগ্রণী ব্যাংক জাতীয় শোক দিবস পালন পরিষদ আয়োজিত প্রধান কার্যালয়ের নামাজ ঘরে অনুষ্ঠিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। এসময় ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. মনিরুল ইসলাম ও মো. আনোয়ারুল ইসলামসহ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, নির্বাহীগণ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

শোকের মাসের শেষদিনে অগ্রণী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় নামাজঘরে দোয়ায় অংশ নিচ্ছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর, ডিএমডিবৃন্দসহ অন্যান্যরা

বিশেষ সংবাদ

অগ্রণী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উদ্বোধন

অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখ দেয়ালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধনের পরে দাঁড়িয়ে আছেন পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এবং এমডি অ্যান্ড সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামসহ নির্বাহীবৃন্দ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশপথের মুখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৪ আগস্ট ২০২২ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের শেষ কর্মদিবসে ম্যুরালটি উদ্বোধন করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলামসহ নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ম্যুরালটি ১৬ ফুট ৮ ইঞ্চি উঁচু ও ১৩ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রস্থের। মূল ম্যুরালটি খোদাই করা বিভিন্ন রঙের টাইলস দিয়ে এবং এর ফ্রেমটি মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

ম্যুরালের নিচের দিকে পানির ফোয়ারার সাথে লাইটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ম্যুরালে বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতের লেখা একটি অমিয় বাণী উদ্ধৃত রয়েছে Great things are achieved through great sacrifice. ম্যুরালটি নির্মাণের ধারণা দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং এর নির্মাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রফেসর এবং ভাস্কর আসিুজ্জামান। বাংলাদেশের কর্পোরেট পরিমন্ডলে এই ম্যুরাল স্থাপন স্বাধীনতার মহান স্থপতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

বঙ্গমাতা ও শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮ আগস্ট ২০২২ বাদ আছর প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় নামাজঘরে অনুষ্ঠিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, হোসাইন ঈমান আকন্দ, এনামুল মাওলা সহ উর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

বঙ্গমাতা ও শেখ কামালের জন্মদিনে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় নামাজঘরে অনুষ্ঠিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামসহ অন্যান্যরা

এসময় মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও শেখ কামালের বিভিন্ন গুণাবলী তুলে ধরেন। দোয়া অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্ট নিহত শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্থতা কামনা করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিনে অগ্রণী ব্যাংকে দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় নামাজঘরে বাদ যোহর অনুষ্ঠিত এ দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। এসময় ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহীগণ, ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে অগ্রণী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় নামাজঘরে দোয়া অনুষ্ঠানে এমডি অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরসহ অন্যান্যরা

সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্মদিনে দোয়া মাহফিল

অগ্রণী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় নামাজঘরে দোয়া অনুষ্ঠানে এমডি অ্যান্ড সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামসহ অন্যান্যরা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের ৫১তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৭ জুলাই অগ্রণী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় নামাজঘরে বাদ আছর অনুষ্ঠিত এ দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো. আখতারুল আলম সহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কমান্ডের নেতৃবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, দেশ ও জাতির সমৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় তার নানা এবং মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেকে দেশ ও জাতির সেবায় নিবেদিত করেছেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও নিয়োগ

নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের যোগদান

গত ২৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে মো. মুরশেদুল কবীর অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছেন। ১৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে মো. মুরশেদুল কবীরকে এই নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি যোগদানের তারিখ থেকে তিন বছর এই দায়িত্ব পালন করবেন। ইতিপূর্বে তিনি সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে সুনাম ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মো. মুরশেদুল কবীর ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সালে বিআরসি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। জনতা ব্যাংকে তিনি শাখা ব্যবস্থাপক, অঞ্চল প্রধান, সার্কেল প্রধান ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ৪ অক্টোবর ২০২০ তিনি জনতা ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এরপরে ২৭ অক্টোবর তাকে সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে পদায়ন করা হয়। সোনালী ব্যাংকে তিনি সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করেছেন। দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে তিনি সাধারণ ব্যাংকিং, তহবিল ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং অর্থায়ন, প্রকল্প অর্থায়ন, শিল্প ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ, ব্যবসা উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা, কৌশলগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পল্লী ব্যাংকিং, এসএমই ব্যাংকিং, হোলসেল ব্যাংকিং এবং অপারেশন ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে বহুমুখী ব্যাংকিংয়ের শানিত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

মো. মুরশেদুল কবীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাতে এমবিএ করেছেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের একজন ডিপ্লোমেড অ্যাসোসিয়েট। তিনি দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

বর্তমানে তিনি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB), পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইমারি ডিলার্স বাংলাদেশ লিমিটেড (PDBL)-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM) এবং বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স এসোসিয়েশন (BAFEDA)-এর সদস্য। এছাড়াও তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (IBB)-এর কাউন্সিল মেম্বার এবং ফিন্যান্সিয়াল এক্সিলেন্স লিমিটেডের একজন প্রতিনিধি।

ইতিপূর্বে তিনি বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, সোনালী ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিমিটেড, প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিলস লিমিটেড ও যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের এক্স-অফিসিও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মো. মুরশেদুল কবীর বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য। তিনি একজন আন্তর্জাতিক রেটেড দাবা খেলোয়াড় এবং অ্যাসোসিয়েশন অব চেস প্লেয়ার্স বাংলাদেশ-এর সম্মানিত সদস্য।

ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে নবনিযুক্ত এমডির শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন অগ্রণী ব্যাংকের নবনিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর।

২৮ আগস্ট দায়িত্ব গ্রহণের পর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তিনি। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

এ সময় ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংকে যোগদানের পরপরই ধানমন্ডিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে এমডির শ্রদ্ধাঞ্জলি

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের নবনিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর।

এসময় তার সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হাবিবুর রহমান গাজী ও মো. মনিরুল ইসলাম, ফরিদপুর সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. আমিনুল হক, পাবলিক রিলেশনস ডিভিশনের উপমহাব্যবস্থাপক জাকির হোসেন. এমডির একান্ত সচিব ও উপমাব্যবস্থাপক মো. মনিবুর রহমানসহ অন্যান্যরা।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ১৫ আগস্টের সকল শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। পাশে ডিএমডি মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মনিরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা

নবনিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও-কে সংবর্ধনা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের নবনিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরকে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। যোগদানের প্রথম দিন ২৮ আগস্ট বিকেলে প্রধান শাখায় অনুষ্ঠিত এ বরণ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর-১ মো. হাবিবুর রহমান গাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পর্ষদের পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম, উর্ধ্বতন নির্বাহী, অফিসার সমিতি, সিবিএ, স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের নেতৃবন্দ।

সভায় সর্বস্তরের নির্বাহী, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেশব্যাপী সকল সার্কেল প্রধান, অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ জুম ওয়েবিনারের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. জায়েদ বখ্‌ত বলেন, জাতির পিতা ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব দিয়ে এই দেশকে ঘুরে দাঁড়ানোর একটা মন-মানসিকতায় রেখে গেছেন যা তার কন্যা আজ সফলভাবে দিতে পারছেন। আজ ডলারের মূল্য প্রতিটি মুদ্রার বিপরীতে শক্তিশালী হয়েছে। পেট্রোল, ডিজেল, পরিবহণ ব্যয় বেড়েছে। উন্নত বিশ্বে মূল্যস্ফীতি হয়েছে যার প্রভাব আমাদের দেশেও পড়েছে। তবে মূল্যস্ফীতির ধাক্কা তাদের তুলনায় বাংলাদেশে কম দেখা গেছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি তুলনামূলক অনেক ভাল। খেলাপী ঋণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক সবচেয়ে ভাল অবস্থানে আছে। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের ভেতর একাত্মতা থাকতে হবে। ব্যাংকের নেতৃত্বের ওপর সকলকে আস্থা রাখতে হবে। ড. জায়েদ বখ্‌ত বলেন, ডিএমডি হিসেবে যাদের Track Record ভাল তাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমডি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন যাদের মধ্যে মি. মুরশেদুল কবীর একজন।

নবনিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর সকল অগ্রণীয়ানকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, ব্যাংকের

মো. মুরশেদুল কবীরকে এমডি অ্যান্ড সিইও হিসেবে বরণ অনুষ্ঠানে পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু এবং ডিমডিবৃন্দসহ অন্যান্যরা

ব্যবসা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে আপনারা ম্যানেজমেন্টের সার্বিক সহযোগিতা পাবেন। নিয়মের আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাহিদা পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। নবনিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর গ্রাহক সন্তুষ্টি, সততা এবং নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, আমরা প্রতিটি গ্রাহককে আন্তরিকতার সাথে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখবো যা অগ্রণী ব্যাংকের ক্রমাগত উন্নতির মূল চাবিকাঠি হবে।

মুরশেদুল কবীর বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় পরিচালন মুনাফা অর্জন অনেক চ্যালেঞ্জিং; তাই Profit mix optimized হওয়া দরকার। উচ্চ হারের আমানত মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। আমানত ও ঋণের সুদহার মানানসই হতে হবে। কোয়ালিটি ঋণ প্রদান করতে হবে। শ্রেণিকৃত ঋণ আদায় বৃদ্ধি এবং নতুন শ্রেণিকরণ রোধ করে শ্রেণিকৃত ঋণের হার হ্রাস করতে হবে।

তিনি বলেন, সর্বক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স দরকার। প্রজ্ঞা, নিয়মানুবর্তিতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা, কর্মস্পৃহা, উদ্দীপনা, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আমরা ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাদের এই উদ্দীপনা রক্ষা ও বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাবো। আপনারা অগ্রণী ব্যাংকের নিয়মাবলী মেনে চলবেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনস ফলো করবেন। রেমিট্যান্স, রপ্তানি, প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, সিএমএসএমই ঋণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রণীর অনেক সুনাম রয়েছে যা ধরে রাখতে হবে। আসুন, আমরা সবাই এমনভাবে একযোগে কাজ করি যাতে অগ্রণী ব্যাংক আগামীতে সবার অগ্রে থাকে এবং আমাদের কাজ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

অগ্রণী পরিক্রমা

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা ২০২২ শীর্ষক ১০১ দিনের কর্মপরিকল্পনা

'উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২' শিরোনামে ১০১ দিনের কর্মপরিকল্পনা উদ্বোধন করেন পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত।
পাশে দাঁড়িয়ে এমডি অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ এবং অন্যান্যরা

'উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২' শিরোনামে ১০১ দিনের (২০-০৯-২০২২ থেকে ২৯-১২-২০২২) বিশেষ কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে এই কর্মপরিকল্পনার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে পূর্ণাংগ কর্মসূচীর ঘোষণা করেন এমডি অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজীর সভাপতিত্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরদ্বয় মো. আনোয়ারুল ইসলাম এবং মো. মনিরুল ইসলাম।

ড. জায়েদ বখ্‌ত উজ্জীবিত অগ্রযাত্রার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন– অনেকগুলো সূচকে অগ্রণী ব্যাংকের অবস্থান শীর্ষে। এই শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখে উজ্জীবিত হয়ে গ্রাহক সেবা সঠিকভাবে, সহজভাবে এবং দ্রুততার সাথে নিশ্চিত করে অগ্রণী ব্যাংকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে।

মো. মুরশেদুল কবীর তাঁর বক্তব্যে বলেন– অগ্রণী ব্যাংকের তারল্য অবস্থার উন্নতিকল্পে আমানত সংগ্রহ বিশেষ করে সুদবিহীন, স্বল্প সুদবাহী আমানত সংগ্রহ জোরদারকরণ, বৈদেশিক রেমিট্যান্স এবং এবং রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা তহবিল ব্যবস্থাপনায় বৈদেশিক মুদ্রার সংকট হ্রাস, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত এমওইউ এর শর্ত মোতাবেক এডজাস্টেড লোন গ্রোথ কাম্য সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত ঋণ যথাসময়ে আদায়সহ শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় জোরদার করা এবং পাশাপাশি সিএমএসএমই ঋণ, কৃষি ঋণ, সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ, ওয়েজ আর্নার্স বন্ড/আমানত সঞ্চয় প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ, সরকারি কর্মচারী গৃহনির্মাণ ঋণ, মুক্তিযোদ্ধা ঋণ ও কোভিড -১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি এবং পরিচালন মুনাফার বর্তমান ধারা অব্যাহত রেখে বছর শেষে প্রত্যাশিত পরিচালন মুনাফা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়, কর্পোরেট শাখার মহাব্যবস্থাপক ও উপ-মহাব্যববস্থাপকবৃন্দ। এছাড়াও ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন সার্কেল অফিসের মহব্যবস্থাপকবৃন্দ, আঞ্চলিক কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখার নির্বাহীবৃন্দ এবং সারাদেশের শাখা ব্যবস্থাপকগণ।

অগ্রণী ব্যাংক পেল টেকসই ব্যাংকের স্বীকৃতি

অগ্রণী ব্যাংকের প্রাপ্ত টেকসই ব্যাংকের সনদ চেয়াম্যান এবং এমডি-র হাতে তুলে দিচ্ছেন মহাব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক নীলাঞ্জনা চাকমা

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের মধ্যে সবুজ অর্থায়নের শীর্ষে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। এ প্রসংগে ২০২০ সালের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৩০ জুন ২০২২ টেকসই ব্যাংক হিসেবে সনদ পেয়েছে অগ্রণী ব্যাংক। ১৯ জুলাই অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের হাতে সনদটি তুলে দেন মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিভিশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক নীলাঞ্জনা চাকমা। উল্লেখ্য, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সবুজ অর্থায়ন, গ্রামীণ অর্থায়ন, নারী ঋণগ্রহীতার সংখ্যা এবং টেকসই কৃষির প্রসারে অর্থায়নসহ বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই সম্মাননা দেয়া হয়ে থাকে।

সেরা করদাতার সম্মাননা পেল অগ্রণী ব্যাংক

সেরা করদাতার সম্মাননা ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন
এমডি অ্যান্ড সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে একমাত্র অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড পেল ব্যাংক খাতে অন্যতম শীর্ষ করতাদার সম্মাননা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে প্রাপ্ত সম্মাননা ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ২ আগস্ট অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের হাতে তুলে দেন মহাব্যবস্থাপক এবং সিএফও মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক এবং সিএফও মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, এফসিএ। এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনিরুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন গভর্নরকে চেয়ারম্যান ও এমডি'র শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ ব্যাংকের নবনিযুক্ত গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। ১৮ জুলাই ২০২২ এই শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তারা অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ড. জায়েদ বখ্‌ত ও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে বিদায় সংবর্ধনা

প্রায় ৩৯ বছরের বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শেষ করলেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। ২৪ আগস্ট ২০২২ তাঁর শেষ কর্মদিবসে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় নির্বাহী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সমন্বয়ে এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, তানজিনা ইসমাইল ও মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজীর সভাপতিত্বে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, উপমহাব্যবস্থাপকগণ, সহকারী মহাব্যবস্থাপকগণ, অফিসার সমিতি, সিবিএ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ড. জায়েদ বখ্‌ত এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের ব্যাংকিং সেক্টরের বিভিন্ন অবদান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের মতো একজন সফল ব্যাংকার হওয়ার পিছনে ছিল তার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রজ্ঞা। অনেক দিন ধরে আমরা এই প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে কাজ করেছি। এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ডে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যা আমাদের সারাজীবন মনে থাকবে।

২৪ আগস্ট প্রধান শাখায় অনুষ্ঠিত এক বিদায়ী সংবর্ধনায় এমডি অ্যান্ড সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ড. জায়েদ বখ্‌ত

বিদায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, ২০১৬ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক সূচকেই Big Push সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমে ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করি। এই কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক সূচকেই আশানুরূপ সফলতা অর্জিত হয়। পরবর্তী বছরগুলোতেও সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ক্রমেই এ অগ্রযাত্রা আরও বেগবান ও গতিশীল হচ্ছে। তিনি বলেন, একজন প্রফেশনাল ব্যাংকার হিসেবে হাসিমুখে যেতে পারছি এটাই আমার বড় প্রাপ্তি। তিনি কর্মরত অগ্রণীয়ানদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজের চাওয়াটাকে ছোট রাখবেন এবং প্রতিষ্ঠানের পাওয়াটাকে বড় করে দেখবেন। অগ্রণী ব্যাংকের স্বার্থের জন্য সবাইকে এক থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি মনে করেন অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌তের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদের সুযোগ্য পরিচালকবৃন্দের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় এবং ব্যাংকের সকল কর্মচারী, কর্মকর্তা, নির্বাহীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অগ্রণী ব্যাংক আরও ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জন করবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিশ্চয়ই এ ব্যাংকটি দেশের শীর্ষ ব্যাংকের মুকুট লাভের গৌরব অর্জন করার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া 'অগ্রণী ব্যাংক' নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ১৯৮৪ সালে ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকে যোগদান করেন। এমডি হিসেবে তার ৬ বছরের মেয়াদকালে তিনি অসংখ্য কার্যকরী, চ্যালেঞ্জিং এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়েছেন যা অগ্রণী ব্যাংককে কার্যত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে।

সিনেমা হল মালিকদের স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি

দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিদ্যমান সিনেমা হলগুলো সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং নতুন সিনেমা হল নির্মাণের উদ্দেশ্যে সিনেমা হল মালিকদের স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১,০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Refinance Scheme) গঠন করা হয়। উক্ত স্কিমের আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ২১/০৯/২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের Participation Agreement স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস) এর পরিচালক মো. আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এ, কে, এম সাজেদুর রহমান খান, নির্বাহী পরিচালক ও অগ্রণী ব্যাংকের পর্যবেক্ষক মো. আওলাদ হোসেন চৌধুরী, অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) . মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ক্রেডিট পলিসি ডিভিশনের প্রধান উপমহাব্যবস্থাপক মো. আবু হাসান তালুকদার সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। উল্লেখ্য, এই স্কিমের আওতায় সিনেমা হল মালিকগণ বিদ্যমান হল সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং নতুন সিনেপ্লেক্স নির্মাণের জন্য মাত্র ৪.৫০% হার সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। তারা বিদ্যমান হল সংস্কার বা আধুনিকায়নের জন্য সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ) কোটি এবং নতুন সিনেপ্লেক্স নির্মাণের জন্য সর্বোচ্চ ১০.০০ (দশ) কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পাবেন।

স্বাক্ষরিত চুক্তি হস্তান্তর করছেন অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিওএস-এর পরিচালক মো. আব্দুল মান্নান

গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধির ঋণ প্রদান: বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি

গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়। স্কিমের আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ২৫/০৯/২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এ,কে,এম সাজেদুর রহমান খান, নির্বাহী পরিচালক ও অগ্রণী ব্যাংকের পর্যবেক্ষক মো. আওলাদ হোসেন চৌধুরী, অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং রুরাল ক্রেডিট ডিভিশনের বিভাগীয় প্রধান মো. সোলায়মান মোল্লা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত চুক্তি হস্তান্তর করছেন অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ।

বিশেষ নিবন্ধ

ব্যাংকিংসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান

মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই বাংলা চলে যায় ব্রিটিশের শাসনে। প্রায় ২০০ বছর চলে বৃটিশের শাসন ও শোষণ। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও পূর্ব বাংলা পরিগণিত হয় পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে। পূর্ব বাংলার জনগণ চরম বৈষম্যের শিকার হয় প্রতিক্ষেত্রে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দুই প্রদেশের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য চালায়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে গড় আয়ের ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের গড় আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ৩২% বেশি। পরবর্তী ১০ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয়ের বৃদ্ধির হার ছিল ৬.২% যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ৪.২%। যারফলে ১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় পূর্ব পাকিস্তানের গড় আয়ের চেয়ে ৬১% বেশি দাঁড়ায়।

বৃটিশের শোষণ আর পাকিস্তানের উপনিবেশকালে এদেশে জন্ম হয় অনেক জ্ঞানীগুণী মনীষী ও প্রতিভাবান রাজনীতিবিদের। তাদেরই একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শৈশব থেকেই মুজিব ছিলেন নির্ভীক, সাহসী ও দুর্বার। স্কুল জীবন থেকেই তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখেছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক তৎপরতার কোন বিরতি বা ছেদ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ২৩ বছরের এই রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মূলে ছিল দুঃখী মানুষের জীবনের কষ্ট লাঘব করার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। যে কারণে তিনি এই সংগ্রামে নিবিষ্ট হয়েছিলেন তা হলো দুঃখী মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং পক্ষান্তরে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ। পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফিরে আসেন এবং রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু দেখতে পেলেন মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধে বাংলার বিস্তীর্ণ জনপদের, জনবসতির যে ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন করা হয়েছে, তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও কোন দেশের শত্রুপক্ষ এমনভাবে করেনি। মানুষের ঘর-বাড়ি, হাট-বাজারগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাংকের টাকা পোড়ানো এবং সরকারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তহবিল শূণ্য করে ফেলা, খাদ্য গুদাম পুড়িয়ে দেয়া, কৃষিব্যবস্থা ভেঙে ফেলা, পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া, এসব ছিল বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অপ-উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত কাজ। এক হিসেবে দেখা যায়, যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সম্পদ ধ্বংস হয়েছে এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালে তার যে অর্থনৈতিক প্রভাব সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৩.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা তৎকালীন সময়ের বিনিময় হার অনুযায়ী ১১,২৩৮.৩৬ কোটি টাকা।

এক কথায় নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক শোষণের অবসানে ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেল, তখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি বরতে কিছুই ছিল না, তা ধ্বংসের শেষ সীমান্তেই এসে পৌঁছেছিল। এমনি অবস্থায় দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে কৃষি, শিল্পসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেত সক্ষম হন।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের সাড়ে তিন বছরে কৃষির গড় প্রবৃদ্ধি হয় ২.৫০%, শিল্পের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৬ শতাংশে। বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.৫%। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে ১৯৭৪-৭৫ সাল পর্যন্ত রপ্তানির গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫০%।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের মূলে ছিল উৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতি। প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ওপর বঙ্গবন্ধু গুরুত্বারোপ করেছেন। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপের ফলে ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বছরে কৃষি ক্ষেত্রে আমন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২০ শতাংশ, আউশ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৩ শতাংশ।

শিল্পক্ষেত্রে ১৯৭৩-৭৪ সালে কাপড়ের উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৬.৬ শতাংশ, তরল ঔষুদের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৮ শতাংশ, নৌযানের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ, ইলেকট্রিক ফ্যানের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ, মোটর গাড়ি, ট্রাক ও বাস এধরনের ক্ষেত্রে ৩৯৪ শতাংশ, সাইকেলের ক্ষেত্রে ১৭ শতাংশ। এছাড়া ১৯৬৯-৭০ সালে স্টীল ইনগট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪১,৯৯৩ টন, ১৯৭৩-৭৪ সালে তা ১৪ গুণ বেড়েহয়েছে ১৬৮,০০০ পাউন্ড। ১৯৭২-৭৩ সালে চিনির উৎপাদন ছিল ১৯,০০০ টন, ১৯৭৩-৭৪ সালে সেই উৎপাদন প্রায় ৫ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮৮,০০০ টন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় ব্যাংকিং খাতেও বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপ ছিল উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবন্ধু এমন একটি অবস্থায় দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক আনার বৈদেশিক মুদ্রা বা গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। পাকিস্তানিদের রেখে যাওয়া বিশাল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে তাকে যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল। পাকিস্তানিরা ১৬ ডিসেম্বর সকালে স্টেট ব্যাংকের টাকা ব্যাংকের সামনের চত্বরে এনে পুড়িয়ে ফেলেছিল। এমনি অবস্থায় ব্যাংকিং সেক্টরে এক সুখপ্রদ স্বচ্ছল অবস্থা সৃষ্টি করা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্বচ্ছন্দ মজুদ গড়ে তোলা ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক সাফল্য। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী চয় মাসের মধ্যে ব্যাংকগুলোতে আমানত ১২৫ কোটি টাকারও বেশি হয়েছিল অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগের বেশি বেড়েছিল।

১৯৭৩-৭৪ সালেই স্বল্প ও মধ্যবিত্তদের উপকারার্থে গৃহ নির্মাণ ঋণদান কর্পোরেশন কর্তৃক বহুতল বিশিষ্ট ফ্লাট বাড়ি নির্মাণ ও কিস্তি পরিশোধের ভিত্তিতে নতুন প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রায়ত্ত ৬টি ও ৪টি অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান দেশে অর্থনৈতিক তৎপরতার পুনরুজ্জীবনের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। দেশের জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ সহজে ব্যাংকে জমাকরণ বা ব্যাংক থেকে সহজে প্রয়োজন মাফিক ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সরকার ব্যাংকিং সেবা সাধারণ মানুষের দোড়গোড়য় পৌঁছানোর লক্ষ্যে ব্যাংকের শাখার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধিকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে দেশে ব্যাংকের মোট শাখার পরিমাণ ছিল ১১৭৪ টি, ১৯৭৫ সাল নাগাদ সেই শাখার সংখ্যার পরিমাণ ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১,৫৯৪ টিতে।

দেশের দূরতম প্রান্ত অবধি ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারণ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের ব্যাংকিং সেক্টরের অন্যতম লক্ষ্য। যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হলো কৃষকের হাতে কৃষিঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংকের সংখ্যাই বেশি হারে বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

কোন সমর্থন বা রিজার্ভ ব্যতীত সরকার বাংলাদেশে প্রচলিত সাবেক পাকিস্তান সরকারের ৩৫৮ কোটি টাকার দায় গ্রহণ করেছিল। এ প্রচলিত মুদ্রাংকের সমর্থনে ব্যবহৃত স্বর্ণ ও অন্যান্য জামানত করাচীতে সংরক্ষণ করা হতো বলে এ সম্পদ থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়েছিল। ছয় মাসের মধ্যেই সরকার ৫০, ১০ ও ৫ টাকার পাকিস্তানি মুদ্রার প্রচলন প্রত্যাহার করে বাংলাদেশের নতুন নোট চালু করতে সমর্থ হয়েছিল।

একদিকে স্বাধীনতালাভের দিনে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ছিল শূন্য অপরদিকে দেশের সমুদ্রবন্দর দুটি কার্যক্রম না থাকায় রপ্তানির প্রবাহ ব্যাহত ছিল। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সহসা আহরণের পথও ছিল বন্ধ। তখন ১৮০ থেকে ৩৬০ দিনে বিলম্বিত পরিশোধ ব্যবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কেনার বন্দোবস্ত করা হয়।

ছয় মাসের মধ্যে সরকার ৯৫ কোটি টাকার মালামাল রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছিল। দেশ স্টার্লিং এলাকার সদস্য হয়েছিল। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে অ্যাকাউন্ট বা জমা হিসাব খোলা হয়েছিল এবং সে জমায় বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ মাত্রা আশাতিরিক্ত হারে বেড়েছিল। সরকার দেশকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদস্য করতে সক্ষম হয়েছিল। এই তহবিল থেকে বাংলাদেশকে স্বচ্ছন্দ ভাগ বা কোটা এবং প্রত্যাহার বা ড্রইংয়ের অধিকার দেয়া হয়েছিল।

পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বাধীনতালাভের এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্ব ব্যাংকের সদস্য করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে দেয় চাঁদা বাবদ ২০ লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ কানাডা সরকার থেকে সরাসরিভাবে ক্রয় করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।

এক কথায় আজ আমরা ব্যাংকিং সহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ করছি তার মূলে রয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক অবিশ্বরণীয় অবদান।

লেখক: পরিচালক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং সভাপতি, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)।

আগামীর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নযাত্রায় অগ্রণী ব্যাংকের ভূমিকা

মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী

১. অমিত সম্ভাবনার একটি দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের প্রতিটি মানুষ এক একজন উন্নয়নকর্মী। নিজেদের পরিশ্রম, মেধা এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকেই দেশ গঠনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি নাগরিকের হাত ধরেই প্রিয় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের দিকে। অথচ দীর্ঘ নয় মাসের নজীরবিহীন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে ছিল না কোন অবকাঠামো ও সম্পদ। পুরো বাংলাদেশ হয়েছিল একটি ধ্বংসস্তূপ, চারিদিকে ছিল শুধু হাহাকার।

বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের একটি। বাংলাদেশের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ দরিদ্র ছিল এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ছিল শতকরা ৮৮ ভাগ। পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণে সকলকে সাথে নিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলের জন্য উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের উন্নয়ন ভাবনার মূল দর্শন হচ্ছে ঃ
কেউই পিছনে পড়ে থাকবে না (No one will leave behind)
সার্বিক সমাজ বিকাশ (Whole of society approach)

২. প্রাণ–প্রাচুর্যে ভরা গতিশীল অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ আজ আর্থ-সামাজিক অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্ববাসীকে আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রা এবং এক্ষেত্রে অর্জন সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক আন্তর্জাতিক গবেষণা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত সংস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিস্ময়কর এবং অনুকরণীয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে এক বিস্ময়। বাংলাদেশ এখন ঋণগ্রহীতা হতে ঋণদাতা হিসাবে নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। বাংলাদশ ইতোমধ্যে শ্রীলংকাকে ঋণ প্রদান করেছে। বাংলাদেশের পণ্য এখন বিশ্বের ২০৫টি দেশে রপ্তানি হয়। এ দেশের পতাকাবাহী জাহাজ বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে বন্দরে পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়ন আজ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

৩. যুক্তরাজ্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠান Centre for Economics and Business Research (CEBR)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে বর্তমান অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৮তম অর্থনীতির দেশ এবং ২০৩৫ সালে হবে বিশ্বের ২৫তম অর্থনীতির দেশ।

'দ্যা ইকোনমিস্ট' ম্যাগাজিন মে ২০২০ সংখ্যায় এক প্রতিবেদনে চারটি মানদন্ডের ভিত্তিতে যথা- জিডিপি শতাংশে সরকারি ঋণ, মোট বৈদেশিক ঋণ, ঋণের সুদ এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ভিত্তিতে ৬৬টি উদীয়মান সফল অর্থনীতির দেশের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে বাংলাদেশ ৯ম স্থানে অবস্থান করছে। এক সময়ের বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

৪. এবার একটু নজর দেয়া যাক ১৯৭১ এ আমরা কোন অবস্থানে ছিলাম আর ২০২১ সালে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান কেমন রয়েছে সেদিকটাতে–

১৯৭১ সালে অর্থনীতির আকার ছিল ০.৫৮ বিলিয়ন ডলার যা ২০২১ সালে এসে ৪১৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
১৯৭১ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ২.৭৫ শতাংশ যা ২০২১ সালে এসে ৬.৯৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮শতাংশ অতিক্রম করে)।
১৯৭১ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২ কোটি ডলার যা ২০২১ সালে এসে ৪৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
১৯৭১ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ১২৯ ডলার যা ২০২১ সালে এসে ২৫৯১ ডলারে দাঁড়িয়েছে।
১৯৭১ সালে আমদানি ছিল ২৮ কোটি ডলার যা ২০২১ সালে এসে ৫৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
১৯৭১ সালে রপ্তানি ছিল ০.৩৩ বিলিয়ন যা ২০২১ সালে এসে ৩৮ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।
১৯৭১ সালে কর আদায় (লক্ষ্য) ছিল ২৫০ কোটি ৭১ লাখ যা ২০২১ সালে এসে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি দাঁড়িয়েছে।

১৯৭১ সালে রেমিট্যান্স ছিল ০.৮০ কোটি ডলার যা ২০২১ সালে এসে ২০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
১৯৭১ সালে বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা যা ২০২১ সালে এসে ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটিতে দাঁড়িয়েছে।
১৯৭১ সালে পাকা সড়ক ছিল ৩৬১০ কি.মি. যা ২০২১ সালে এসে ২২ হাজার কি.মি দাঁড়িয়েছে।
১৯৭১ সালে শিক্ষার হার ছিল ২০.৯ শতাংশ যা ২০২১ সালে এসে ৭২.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
১৯৭১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৪০০ মেগাওয়াট যা ২০২১ সালে এসে ২৪ হাজার মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে।
১৯৭১ সালে খাদ্য উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৮ লাখ টন যা ২০২১ সালে এসে ৪ কোটি ৫৪ লাখ টনে দাঁড়িয়েছে।

৫. বাংলাদেশের এ উন্নয়নযাত্রায় আর্থিক খাত বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এ উন্নয়নযাত্রায় সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে অগ্রণী ব্যাংক সরকারের উন্নয়ন Vision ও Mission এগিয়ে নিতে সাহসী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে, আমদানি ব্যয় মেটাতে, রেমিট্যান্স সংগ্রহে, শিল্পায়নে, প্রবৃদ্ধিতে এ ব্যাংকের বিশাল ভূমিকা রয়েছে।
এ ব্যাংক ৯৬৮টি শাখার মাধ্যমে প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা ও উদ্ভাবনীমূলক ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে সেবা দিচ্ছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সবুজ অর্থায়ন কার্যক্রম নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা সবুজ অর্থায়ন করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। এটি একটি অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক ও আনন্দিত হওয়ার মত সংবাদ। দেশের মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথেও এ ব্যাংক সংযুক্ত হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করেছে অগ্রণী ব্যাংক। এ পর্যন্ত পদ্মা সেতু নির্মাণে অগ্রণী ব্যাংক ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরবরাহ করেছে। দেশে প্রথম পিপিপি'র আওতায় নির্মিত ১১ দশমিক ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে (যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার) বিনিয়োগ করার সাহসী পদক্ষেপও নেয় ব্যাংকটি।

গ্রামের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া, সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৫টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্টে ১ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে অগ্রণী ব্যাংক। বর্তমানে এসকল কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২ হাজার ৩৫৬ মেগাওয়াট। ইতোমধ্যে স্বপ্নের পদ্মা সেতু চলাচলের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। পদ্মা সেতু দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ২১ টি জেলাকে রাজধানীর সাথে সংযুক্ত করেছে। এর মাধ্যমে ২১ টি জেলায় নতুন শিল্প কারখানা গড়া, পর্যটনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের নতুন দ্বার উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে। অগ্রণী ব্যাংক তার উদ্ভাবনীমূলক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ অঞ্চলের উন্নয়নে আরও ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে। এতে যেমন দেশের জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি অগ্রণী ব্যাংকের সাফল্যের ক্ষেত্রেও যুক্ত হবে নতুন পালক। তাই এ দেশের উন্নয়নযাত্রায় অগ্রণী ব্যাংক পরিবারের সকলেই সমান অংশীদার।

৬। বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়ী ও মর্যাদাশীল দেশ। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে। বাংলাদেশের মানুষ বেশ আবেগতাড়িত। এ আবেগকে কাজে লাগিয়ে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করলে যে এগোনো যায়, বিগত দশকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যাত্রার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

আমরা পারবো, আমরা পারি–এ বিশ্বাস হৃদয়ে গেঁথে দেশবাসীর ধারাবাহিক শ্রমের ফসল আজকের বাংলাদেশ। আমাদের উন্নয়নের একটি মানবিক অবয়ব রয়েছে। দারিদ্র্য ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন-মানের উন্নয়ন আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা আজ শহর থেকে প্রান্তিক পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তথ্য প্রযুক্তি খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, মানুষে মানুষে যোগাযোগ, আর্থিক খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার, টেলিমেডিসিন সেবা, শিক্ষা ও কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে স্বাবলম্বী করেছে, তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে।
বাংলাদেশ সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। করোনাভাইরাসের মহামারির কারণে ২০২০ সালে আমাদের দেশেও অন্যান্য দেশের ন্যায় অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে এসেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিও ক্ষতির মুখে পড়েছে। তবে, বিভিন্ন নীতি-সহায়তা এবং বিভিন্ন উদারনৈতিক আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের বিচক্ষণ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অর্থনীতি ইতোমধ্যে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

৭. উন্নয়ন অভিযাত্রার সফলতার হাত ধরে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পরপর দুইবার জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্সিল -এর উন্নয়ন নীতিমালা বিষয়ক কমিটির মানদন্ড পূরণ করে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে পেরেছে। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ৫ বছরের প্রস্তুতিকালসহ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। সমগ্র জাতির জন্য স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এটি একটি অনন্য উপহার, একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।

উল্লেখ্য যে, উত্তরণের জন্য নির্ধারিত ৩ টি মানদন্ডের সবগুলোতেই উত্তরণের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রদর্শনকারী একমাত্র দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। রূপকল্প ২০২১ এর হাত ধরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে আজ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩১ -এ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এ উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাক এটি আমাদের সকলের একান্ত কামনা। বাংলাদেশের এ উন্নয়ন অভিযাত্রায় অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কার্যকর ভূমিকা পালনে ক্রমাগতভাবে আরও সচেষ্ট থাকবে এবং দেশবাসী এর সুফল ভোগ করবে।

লেখক: পরিচালক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং যুগ্মসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সভা ও সম্মেলন

সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সভা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের নবগঠিত সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩১ আগস্ট ২০২২ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও মো. মনিরুল ইসলাম এবং মহাব্যবস্থাপকগণ।

সভার শুরুতে সদ্য যোগদানকৃত ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান হয়। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের চেয়ারম্যান হিসেবে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা তাৎক্ষণিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সভার শুরুতে নবনিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়

ব্যবসা উন্নয়ন ও পর্যালোচনা সভা

১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এবিটিআই-এর কনফারেন্স হলে ঢাকা সার্কেল-১ এর ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (এবিটিআই) কনফারেন্স হলে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকাস্থ সকল কর্পোরেট শাখা ও ঢাকা সার্কেল-১ এর অধীন শাখা সমূহের প্রধানদের নিয়ে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা সার্কেল-২ এর অধীন অঞ্চল প্রধান, শাখা প্রধান ও বঙ্গবন্ধু রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জের শাখা প্রধানের অংশগ্রহণে ২০২২ সালের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্পর্কিত দুইটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা সার্কেল-১ এর সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হাবিবুর রহমান গাজী। সভায় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ মো.আনোয়ারুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। ঢাকা সার্কেল-২ এর সভায় সভাপতি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মো. ফজলে খোদা। উপরোক্ত দুটি সভায় মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, কর্পোরেট শাখা প্রধান এবং অঞ্চল প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এবিটিআই-এর কনফারেন্স হলে ঢাকা সার্কেল-২ এর ব্যবসা উন্নয়ন সভায় বক্তব্য রাখছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি, সুদবিহীন ও স্বল্প সুদবাহী আমানত সংগ্রহ এবং শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ২০২২ সালের সকল ব্যবসায়িক সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা প্রধান এবং ব্যবস্থাপকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও সভায় সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের উপর জোর দেয়া হয়।

রাজশাহীতে এমডিএবং সিইও -এর মতবিনিময় সভা

রাজশাহী সার্কেলের ৪টি অঞ্চল ও ২ টি কর্পোরেট শাখার গ্রাহকদের সাথে মিট দ্য বরোয়ার এবং মতবিনিময় সভা করেছেন এমডি অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক শামীম উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. মনিরুল ইসলাম। এসময় সাহেববাজার কর্পোরেট শাখা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্পোরেট শাখা এবং রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর ও পাবনা অঞ্চলের গ্রাহক, সম্ভাব্য গ্রাহক ও খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের সাথে ব্যবসায়িক মতবিনিময় করেন মো. মুরশেদুল কবীর।

সভায় তাৎক্ষণিক ঋণ আদায় হয় ৭৪.১৪ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি সিএমএসএমই খাতে ৯.০৩ কোটি, প্রণোদনা ঋণ ১.৩৮ কোটি এবং সাধারণ গৃহ নির্মাণ ঋণ ৩০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। পরে অঞ্চল প্রধান এবং শাখা প্রধানদের সাথে এমডি অ্যান্ড সিইও ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভায় মতবিনিময় করেন। তিনি সকল ব্যবসায়িক সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর রাজশাহীতে স্বহস্তে ঋণ বিতরণ করছেন

বগুড়ায় মিট দ্য বরোয়ার

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণের আওতায় একজন গ্রাহকের হাতে ঋণ বিতরণের মঞ্জুরীপত্র তুলে দিচ্ছেন এমডি অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর।

রাজশাহী সার্কেলাধীন বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা জয়পুরহাট এবং নওগাঁ অঞ্চলের ঋণগ্রহীতাদের সাথে মিট দ্য বরোয়ার এবং অঞ্চল প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ সেপেটম্বর ২০২২ বগুড়ার গাক টাওয়ারের সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর।

রাজশাহী সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক শামীম উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. মনিরুল ইসলাম, উপমহাব্যবস্থাপক মো. শাহাজাহান মিঞা ও মো. জালাল উদ্দিন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. আবদুল মজিদ, মো. মোকাররম হোসেন প্রমুখ। মো. মুরশেদুল কবীর গ্রাহক, অঞ্চল প্রধান ও শাখা প্রধানদের সাথে খেলাপী ঋণ আদায়, সিএমএসএমই ঋণ, প্রণোদনা ও অন্যান্য ঋণ বিতরণ, ফরেন রেমিট্যান্স ও গ্রাহক সেবার মান নিয়ে মতবিনিময় এবং ব্যবসায়িক পর্যালোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের দিন অবলোপনকৃত ঋণ থেকে আদায় হয় ১.৫০ লক্ষ এবং শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে ১ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ খাতে ৭৩ লক্ষ টাকা এবং ঘরে ফেরা ও সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়।

পদোন্নতি

উপমহাব্যবস্থাপক পদে ৩ জনের পদোন্নতি

৩১ জুলাই ১ জন এবং ৩১ আগস্ট ২ জন সহকারী মহাব্যবস্থাপককে উপমহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করা হয়। পদোন্নতি প্রাপ্তরা হলেন মো. সোহরাব হোসেন (অঞ্চল প্রধান, ফেনী), আজগর আলী মোল্লা (আমিনকোর্ট কর্পোরেট শাখা), তাসলিমা আক্তার (বিভাগীয় প্রধান, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ফরেন কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন)।

সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদে ৬ জনের পদোন্নতি

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ৩১ জুলাই ৪ জন এবং ৩১ আগস্ট ২ জন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসারকে সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করেন। পদোন্নতি প্রাপ্তরা হলেন আহমেদুল কবির (লালদীঘি পূর্ব কর্পোরেট শাখা), মো. মনিরুজ্জামান (বেগম বাজার শাখা, ঢাকা), মো. আনোয়ারুল আইউবী (রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট শাখা), মির্জা জুনায়েদ হাসান (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল কর্পোরেট শাখা), মোহাম্মদ শাহজাহান (পুরানা পল্টন কর্পোরেট শাখা), এস এ আল মামুন (মাওনা বাজার শাখা)।

কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গ্রেডে ২৬৯ জনের পদোন্নতি

বিভিন্ন গ্রেডে ব্যাংকের ২৬৯ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি লাভ করেছেন। ৩১ জুলাই ৭২ জন, ১ আগস্ট ১২জন এবং ৩১ আগস্ট ৭ জন প্রিন্সিপাল অফিসার হতে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ৩১ জুলাই ৮ জন, ৮ আগস্ট ১২৩ জন সিনিয়র অফিসার হতে প্রিন্সিপাল অফিসার, ১৭ আগস্ট ৪৩ জন, ৩১ আগস্ট ৪ জন অফিসার/অফিসার (ক্যাশ) হতে সিনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তাদের প্রত্যেককে নতুন কর্মস্থলে পদায়নও করা হয়েছে।

কর্মচারীদের বিভিন্ন গ্রেডে ৫ জনের পদোন্নতি

বিভিন্ন গ্রেডে ব্যাংকের ৫ জন কর্মচারী পদোন্নতি লাভ করেছেন। ১৭ আগস্ট ২ জন এটর্নি অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে অফিসার এবং ৩ জন ইউডিএ হতে এটর্নি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তাদের প্রত্যেককে নতুন কর্মস্থলে পদায়ন করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

জুলাই- সেপ্টেম্বরে যে সকল অগ্রণীয়ান পরলোকগমন করেছেন

নাম	পদবী	শাখা	প্রয়াণের তারিখ
১. রেবেকা সুলতানা	ডিজিএম	অডিট কমপ্লায়েন্স ডিভিশন (ইন্টারনাল)	০৫/০৭/২০২২
২. হেলাল উদ্দিন	জমাদার	নিশিন্দার শাখা, বগুরা	২০/০৭/২০২২
৩. শেখ দাউদ আলী	কেয়ার টেকার-১	খালিশপুর শাখা, খুলনা	০১/০৮/২০২২

ট্রেনিং ও কর্মশালা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখুন: মো. মুরশেদুল কবীর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর বলেছেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের শাখা পর্যায়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাহক সেবায় নিজেকে নিবেদিত রেখে নিয়মনীতি মেনে কাজ করে ব্যাংকের ব্যবসা বাড়ানোর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। ১২ সেপ্টেম্বর এবিটিআই আয়োজিত শাখা ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের মানোন্নয়ন শীর্ষক ১০ কর্মদিবসব্যাপী ভার্চুয়ালি প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক ও সিআরও মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম।

এবিটিআই-এর আয়োজনে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

শাখা পর্যায়ে নেতৃত্বের মানোন্নয়নে কর্মশালা

শাখা পর্যায়ে নেতৃত্বের মানোন্নয়ন শীর্ষক দশ কর্মদিবসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) আয়োজিত ভার্চুয়াল এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। এসময় তিনি বলেন, নেতৃত্ব বিকাশে যোগাযোগ দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলী বাড়ানো খুবই প্রয়োজন। এসব গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ গ্রাহক বান্ধব অগ্রণী ব্যাংক গড়ে তুলবেন বলে আশা করেন তিনি। এবিটিআই এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. হাবিবুর রহমান গাজী।

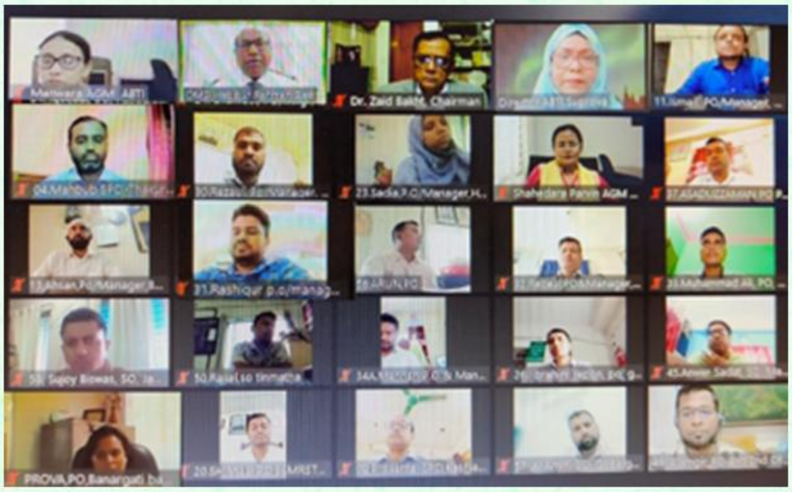

এবিটিআই-এর আয়োজিত ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

স্মৃতির আরকাইভস

স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে

অগ্রণী ব্যাংকে 'অগ্রণী দর্পণ' নামে একটি ঘরোয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছিল যা ১৯৮০ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি অগ্রণী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ চমৎকার মেলবন্ধন তৈরী করে। ব্যাংকের অভ্যন্তরে এর পাঠকপ্রিয়তা ছিল। সাদা-কালোয় মুদ্রিত সেই সব সংখ্যার স্মৃতির অ্যালবাম থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিষয় তুলে আনা হচ্ছে ই-অগ্রণী দর্পণে। নিচে অগ্রণী দর্পণের ১৯৮০ সালের জুলাই সংখ্যা হতে দুটি ছবি পুনঃমুদ্রিত হল।

আশির দশকে অগ্রণী ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়ে অনেক রিকশাচালক নিজেই রিকশার মালিক হয়েছেন।
চুয়াডাঙ্গা শাখার সামনে ব্যাংক কর্মচারীদের সাথে কয়েকজন উৎফুল্ল রিকশা ঋণগ্রহীতাকে দেখা যাচ্ছে।

কুষ্টিয়া শহরের কুটিপাড়ার বস্তিবাসী রিকশাচালক মাধব মন্ডল অগ্রণী ব্যাংকের ঋণে
ক্রয় করা রিকশার পাশে তৃপ্তিভরে দাঁড়িয়ে আছেন।

ধন্যবাদ